

# الإملاء الميسر

في قواعد الإملاء وعلامات الترقيم

تحت إشراف

الشيخ شفيق الإسلام الإمدادي راحته

مدير جامعة الأستاذ شهيد الله فضل الباري رحه دكا

الإعداد

الأستاذ عظيم الدين

جامعة الأستاذ شهيد الله فضل الباري رحه. دكا

الناشر

دار اللغة العربية بنغلاديش

কিতাবের নাম	আল ইমলাউল মুয়াস্সার
সংকলন	উস্তায় আজিম উদ্দিন
সম্পাদক	উস্তায় আরিফুল ইসলাম উস্তায় সালিম বিন আব্দুল নতিফ সিনিয়র শিক্ষক: জামিয়াতুল উস্তায় শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী রাহি. ঢাকা
প্রথম প্রকাশ	২৫ - ১২ - ২০২৩ ইসায়ি
হাতবদল	৮০/=

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

কিতাবটি সংগ্রহ করতে

☎ ০১৮৩৮৪৫২২৩৭ (লেখক)

فهرس

- ٧ ..... قَوَاعِدُ الْهَمْزَةِ.
- ٧ ..... الْهَمْزَةُ الْإِبْتِدَائِيَّةُ.
- ٨ ..... الهمزة في بَدءِ الْكَلِمَةِ قِسْمَانِ.
- ٨ ..... مَوَاضِعُ هَمْزَةِ الْوَصْلِ.
- ١٠ ..... مَوَاضِعُ هَمْزَةِ الْقَطْعِ.
- ١٢ ..... الْهَمْزَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ.
- উৎৎড়ৎ! ইডডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... الْهَمْزَةُ الْمُتَطَّرَفَةُ.
- উৎৎড়ৎ! ইডডশসধৎশ .. لِحَقَّتْهَا أَلِفٌ لِفَتْحَتَيْنِ... الْهَمْزَةُ الْمُتَطَّرَفَةُ إِذَا لِحَقَّتْهَا أَلِفٌ لِفَتْحَتَيْنِ... هَمْزَةُ الْمُتَطَّرَفَةُ فِي حُكْمِ الْهَمْزَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ ..
- উৎৎড়ৎ! ইডডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... اِمْتِنَاعُ أَلِفِ تَنْوِينِ النَّصَبِ.
- উৎৎড়ৎ! ইডডশসধৎশ হডঃ ... الْهَمْزَةُ الْمُتَطَّرَفَةُ فِي آخِرِ الْكَلِمَةِ ...
- উৎৎড়ৎ! ইডডশসধৎশ হডঃ .... হরফের শেষে আলিফে লায়িনা লেখার নিয়ম
- উৎৎড়ৎ! ..... ইসম ও ফেয়েলের শেষে আলিফে লায়িনা লেখার নিয়ম
- উৎৎড়ৎ! ইডডশসধৎশ হডঃ ..... اِمْتِنَاعُ أَلِفِ تَنْوِينِ النَّصَبِ.
- উৎৎড়ৎ! ইডডশসধৎশ হডঃ ..... অলিফে লায়িনার মূল রূপ বের করার নিয়ম
- ١٣ ..... عِلْمَاتُ التَّرْقِيمِ.

النقطة (.) ..... ١٤

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ. .... ত্রিবিन्दু (...)

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ. .... الفاصِلَةُ (،)

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ. .... الفاصِلَةُ الْمَنْقُوطَةُ (؛)

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ. .... التقطتان. (:)

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ..... কোলন ড্যাশ (:-) الشَّرْطَاتَانِ مَعَ الشَّرْطَةِ  
ফবভরহবফ.

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ. .... ড্যাশ ( - - ) الشَّرْطَاتَانِ ( - - )

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ. .... হাইফেন (-) الشَّرْطَةُ (-)

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ..... বিস্ময় চিহ্ন (!) عَلامَةُ التَّعَجُّبِ أَوْ التَّأَثُّرِ (!)  
ফবভরহবফ.

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ..... প্রশ্নবোধক চিহ্ন(?) عَلامَةُ الاسْتِيفَافِ  
ফবভরহবফ.

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ..... জোড় উদ্ধৃতি চিহ্ন (« ») عَلامَةُ التَّنْصِيفِ (« »)  
ফবভরহবফ.

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ. .... প্রথম বন্ধনী (()) القَوْسَانِ (( ))

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ..... তৃতীয় বন্ধনী ({} []) القَوْسَانِ الْمُسْتَطِيلَانِ ({} [])  
ফবভরহবফ.

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ. .... أشهر مَواظِنِ الحذفِ

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ. .... مُحَمَّدٌ الأَلِفُ مِنْ ابْنِ وابنةٍ

উৎসর্গ! ইড্ডশসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ. .... الفرقُ بَيْنَ ابْنَةٍ وَبِنْتٍ

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. تَحْدَفُ أَيْفُ (اسْمٍ) فِي الْبُسْمَلَةِ

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... تَحْدَفُ أَيْفُ "ها" التَّنبِيهِ

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... أشهر مَوَاطِنِ الزِّيَادَةِ

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ..... التَّاءِ الْمَرْبُوطَةِ وَالتَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَالهَاءِ

ফবভরহবফ.

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... مَوَاضِعُ تَاءِ الْمَرْبُوطَةِ

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... مَوَاضِعُ تَاءِ الْمَفْتُوحَةِ

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... كِتَابَةُ إِذَا أَوْ إِذَنْ

১০ ..... আরবি নাম লিখার পদ্ধতি

১৬ ..... أَجْزَاءُ الْأَسْمَاءِ

-আরবিতে প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, রেস্টুরেন্ট ও দোকান পাটের নাম লিখার নিয়ম

২১ ..... কানুন

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ..... কলেজ ও মাদরাসার নাম আরো কিছু স্কুল,

ফবভরহবফ.

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... কিছু হাসপাতালের নাম

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... কিছু কোম্পানি ও সংস্থার নাম

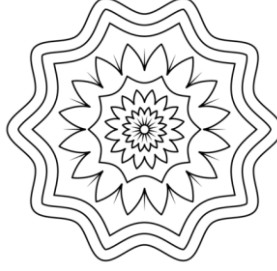
উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... কিছু পরিবহনের নাম

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... কিছু দোকানের নাম

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... الْأَخْطَاءُ الشَّائِعَةُ

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... الْأَخْطَاءُ التَّحْوِيَّةُ وَالصَّرْفِيَّةُ

উৎকর্ষ! ইড্ডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ. .... الْأَخْطَاءُ الْإِمْلَائِيَّةُ



## দোয়া ও অভিমত

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, ইসলামী লেখক ও গবেষক

**আবদুল্লাহ আল মাসউদ দা. বা.**

সকল প্রশংসা একমাত্র সেই মহান সত্তার যিনি আমাদের আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। অজস্র রহমত বর্ষিত হোক তাঁর সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি।

কাওয়াইদুল ইমলা তথা আরবি লেখার নিয়ম-নীতি ও যতিচিহ্ন ব্যবহারের চর্চা আমাদের দেশে খুব কম পরিলক্ষিত হয়। এর প্রতি সঠিকভাবে গুরুত্বারোপ না করার কারণে এদেশে মুদ্রিত আরবি বইপত্রগুলোতেও এই সংক্রান্ত ভুলের মাত্রা অধিক পরিমাণে দেখা যায়। বিশেষত পাঠ্যবইগুলোর প্রাচীন মুদ্রণে তো কাওয়াইদুল ইমলার প্রতি অবহেলার মাত্রা সীমাছাড়া। ফলে তালিবুল ইলমরাও আরবি কিছু আয়ত্ত করে

নিতে পারলেও লেখার সঠিক নিয়ম-কানুন ও যতিচিহ্নের ব্যবহার বিষয়ে অনভিজ্ঞ থেকে যায়।

এই বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে জামিয়াতুল উস্তায় শহীদুল্লাহ ফজলুল বারীর উদ্যমী ও তরুণ লেখক উস্তায় আজিম উদ্দীন সাহেব, কাওয়াইদুল ইমলাকে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। নাম থেকেই অনুমিত হয় যে, এটি প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক সব স্তরের তালিবুল ইলমদের জন্যই প্রযোজ্য। এর সরল বিন্যাসের কারণে যাদের এই সম্পর্কে আগে থেকে বিন্দুমাত্র জানাশোনা নেই, তারাও উপকৃত হতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর এই খিদমতকে কবুল করে নিন। ইলম ও আমলে বরকত দান করুন। তাঁর কলমে আরও উপকারী কিতাবসমূহ আসুক- এই প্রত্যাশা করছি।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

২৩, ২২, ২৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَوَاعِدُ الْهَمْزَةِ

الهمزة هي تُكْتَبُ في ثلاثة مَوَاضِعَ: في أَوَّلِ الْكَلِمَةِ وَوَسْطِهَا وَآخِرِهَا.

الْهَمْزَةُ الْإِبْتِدَائِيَّةُ

সারাংশ

- শুরুৰ হামযা দু'ভাবে লেখা হয়।

১. আলিফের উপরে। যেমন: أَكْرَمٌ، أُكْرِمُ
  ২. আলিফের নিচে। যেমন: إِكْرَامٌ
- শুরুর হামযা যবর বা পেশ যুক্ত হলে আলিফের উপর হামযা লেখা হয়। আর যের হলে আলিফের নিচে হামযা লেখা হয়। যেমন: إِكْرَامٌ، أُكْرِمُ، إِكْرَامٌ

## এবার এসো বিস্তারিত আলোচনা দেখি।

وَالْهَمْزَةُ الْإِبْتِدَائِيَّةُ تُكْتَبُ عَلَى حَالَتَيْنِ:

الحالة الأولى: على الألف.

إذا كانت الهمزة مفتوحة ومضمومة تُكْتَبُ فوق الألف. مثلاً: أَكْرِمُ، أُكْرِمُ.  
الحالة الثانية: تحت الألف. إذا كانت الهمزة مكسورة مثلاً: إِكْرَامٌ، إِحْسَانٌ.

أَمْثَلَةٌ لِلْفَهْمِ وَالِاسْتِعَابِ:

أَشْرَفَ، أَيْمَنَ، أَمِيرٌ، أَحْمَدُ، أَجْدُ، أَمَامَةٌ، أُسَامَةٌ، أُخْتُ، أُمٌّ، أَنْشُودَةٌ، أُمَّةٌ جِ أُمَّةٌ.  
آخِرٌ، أُخْرَى، إِبْرَةٌ، إِعْلَامٌ، إِسْلَامٌ

## الهمزة في بَدءِ الْكَلِمَةِ قِسْمَانِ

الأولى: هَمْزَةُ الْوَصْلِ:

هي الهمزة الزائدة التي تُكْتَبُ بِشَكْلِ الْأَلْفِ فَقَطْ دُونَ هَمْزَةٍ فَوْقَهَا وَتَحْتَهَا، وَتُلْفَظُ عِنْدَمَا تَكُونُ فِي أَوَّلِ الْكَلِمَةِ وَلَا تُلْفَظُ عِنْدَمَا جَاءَتْ فِي وَسَطِ الْكَلِمَةِ بَلْ تَسْقُطُ فِي الدَّرَجِ.

## সারಾংশ

همزة الوصل : শব্দের শুরুর যে হামযা উচ্চারিত হয়। যেমন:



إضْرِبْ، أَنْضِرْ، أَلْ حَقُّ

হেঁজাৰ বাক্যৰ মাৰো পূৰ্বেৰ সাত্হে মিলিয়ে পড়লে অনুচ্চাৰিত থাকে, এৰং কখনো হেঁজাৰ উৰ উপৰ-নিচে কোনো হামযা লিখতে হয় না। যেমন:

قُلْتُ لِأَيْنٍ أَنْ اجْتَهَدَ وَ اسْتَيْقِظَ مُبَكَّرًا، وَ أَفْرَأ.

## مَوَاضِعُ هَمْزَةِ الْوَصْلِ

في الأسماء فقط عَشْرَةُ أَلْفَاظٍ: إِسْمٌ، إِسْتٌ، إِبْنٌ، إِبْنَةٌ، إِبْنَةٌ، إِبْنَةٌ، إِثْنَانٍ، إِثْنَانٍ، إِمْرَأٌ + إِمْرَأٌ، إِمْرَأَةٌ، إِمٌّ + اللهُ.

في الحروف: همزة كل الحروف همزة القطع بدون ال التعريفية. مثلا: الولد، الجبل، الشارع، القلم.

في الأفعال: الأَمْرُ لِلْفِعْلِ الثَّلَاثِيِّ مثلا: أَكْتُبُ، إِفْرَأُ، أُذْرُسُ.

الفعلُ الْمَاضِي لِلْخُمَاسِيِّ وَأَمْرِهِ وَمَصْدَرِهِ، إِزْتَحَلَ (ماضي)، إِزْتَحَلْ (أمر) إِزْتَحَالًا (مصدر). ومثلها: اجْتَهَدَ، اجْتَهَدْ، اجْتَهَادًا، انْتَبَهَ، انْتَبِهْ، انْتَبَاهُ، اسْتَمَعَ، اسْتَمِعْ، اسْتِمَاعًا، اسْتَمِعْ، اسْتَمِعْ، اسْتِمَاعًا، اسْتَمِعْ، اسْتَمِعْ، اسْتِمَاعًا، اسْتَمِعْ، اسْتَمِعْ، اسْتِمَاعًا.

الفعلُ الْمَاضِي لِلْسُدَّاسِيِّ وَأَمْرِهِ وَمَصْدَرِهِ، مَثَل: اسْتَحْسَنَ (ماضي) اسْتَحْسِنْ (أمر) اسْتَحْسَانًا (مصدر) اسْتَحْرَجَ، اسْتَحْرَجْ، اسْتَحْرَاجًا، اسْتَعْفَرَ، اسْتَعْفِرْ، اسْتَعْفَرًا، اسْتَعْفَرًا، اسْتَعْفَرًا، اسْتَعْفَرًا.

## অনুশীলনী

- ১- همزة الوصل কাকে বলা হয়? উদাহরণসহ বলো।
- ২- همزة الوصل এর স্থানসমূহ মুখস্থ বলো।

### الثانية: همزة القطع:

وَهِيَ الْهَمْزَةُ الَّتِي تُلْفَطُ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ سِوَاءَ جَاءَتْ فِي أَوَّلِ الْكَلِمَةِ أَوْ فِي وَسَطِهَا. وَتُكْتَبُ بِشَكْلِ الْأَلْفِ وَفَوْقَهَا هَمْزَةٌ إِنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً أَوْ مَضْمُومَةً، وَتَحْتَهَا هَمْزَةٌ فِي حَالَةِ الْكَسْرِ.

### সারাংশ

همزة القطع : যে হামযা সর্বত্র উচ্চারিত হয়। এমনকি পূর্বের সাথে মিলিয়ে পড়লেও উচ্চারিত হয়, এবং আলিফের উপরে নিচে হামযা লিখতে হয়। যেমন: اِكْرَمًا، اِكْرَمٌ

## مَوَاضِعُ هَمْزَةِ الْقَطْعِ

في الأسماء: في جميع الأسماء همزة القطع، مَا عَدَا الأسماء العشرة التي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا في همزة الوصل. مثلا: أسماء ، أمينة، أختار، إمام الدين.

في الحروف: كل الحروف همزتها همزة القطع عدا (ال) التعريفية. إلى، إن، أن، أو.

في الأفعال: الماضي الثلاثي المهموز، مثلا: أبي، أوى، أمر، أخذ.

ماضي الرباعي، ومصدره، وصيغته المتكلم، وأمره، مثلا: أَعْلَمَ، أَحْسَنَ، أَسْلَمَ، أَسْرَعَ، أَمْهَلَ، إِنْجَازٌ، إِكْرَامٌ، إِفْهَامٌ.

صيغة الواحد المتكلم من المضارع سواء كانت ثلاثية أو رباعية أو خماسية، مثلا: أَدْرُسُ، أَكْتُبُ، أَنْتَبِهْ، أَقْرَأْ، أَسَافِرُ، أَسْتَحْسِنُ.

## সারಾংশ

- اسم এর সকল হামযা قطعীة শুধু দশটি ইসম ব্যতীত। দশটি ইসম হলো এই: اِسْمٌ، اِسْتٌ، اِبْنٌ، اِبْنَةٌ، اِبْنَمٌ، اِثْنَانٌ، اِثْنَانٌ، اِمْرُؤٌ+اِمْرُؤٌ، اِمْرَاةٌ، اَيْمٌ اللهُ+اَيْمُ اللهُ.
- حرف এর সকল হামযা قطعীة শুধু আলিফ লাম তারিফী ব্যতীত যেমন: اِنٌ، اُنٌ، اِلَّا، اِلَى، اَلَا، الرَّجُلُ، الْكِتَابُ
- فعل এর সকল হামযা قطعীة শুধু ত্রয়ীত বা ক্বি সকল জায়গার হামযা قطعীة যেমন: اَحْذُ، اَحْذُ، اَحْذُ، اَحْذُ (اَلْاَحْذُ) اِضْرِبْ.
- رباعي এর সকল জায়গার হামযা قطعীة যেমন:



سَأَل، سئِلَ، سُئِلَ

২. যদি মার্বোর হামযা যবর হয়ে তার আগে ألف সাকিন বা واو সাকিন হয়, তাহলে মাঝ-হামযা স্বতন্ত্র লিখা হয়। যেমন: مَقْرَأَةٌ، مَقْرُوءَةٌ আর যদি মার্বোর হামযা পেশ হয়ে, আগে-পরে واو থাকে তাহলেও স্বতন্ত্র লিখা হয়। যাতে তিন واو একত্র না হয়। যেমন: مَقْرُوءَةٌ
৩. হামযায় যেকোনো হরকত হোক, যদি হামযার পূর্বে ي সাকিন থাকে, তাহলে হামযা نبرة এর উপর লিখা হয়। যেমন: مَشِيئَةٌ
৪. **ব্যতীক্রম নিয়ম:** যদি পেশ ওয়ালা মাঝ-হামযার পরে واو থাকে, তাহলে দু'অবস্থা: মাঝ-হামযার পূর্বে ا د ر ز থাকবে বা থাকবে না, থাকলে হামযা স্বতন্ত্র লেখা হবে, আর না থাকলে নাবরার উপর লিখা হবে। যেমন:  
جاءوا، مَرُوءُسٌ، رُءُوسٌ، مَسئُولٌ، مَسئُومٌ
- ❖ কিছু ভাষাবদিগণ বলেছেন: এই ব্যতীক্রম অবস্থায় মূল কায়দা অনুপাতে واو এর উপরও লিখা যায়। তাই শিক্ষার্থীরা এই ব্যতীক্রম নিয়মটি জানার জন্য পড়বে, মুখস্থ করতে হবে না।

## এবার এসো বিস্তারিত আলোচনা দেখি।

### عَلَامَاتُ التَّرْقِيمِ

### (যতিচিহ্ন / ছেদচিহ্ন / বিরামচিহ্ন)

যতি চিহ্ন বলা হয় এমন কিছু চিহ্ন যা লেখকের মনের ভাব প্রকাশ করতে সহায়তা করে, এবং এই চিহ্নের সাহায্যে পাঠক লেখকের মনের ভাব খুব সহজেই বুঝতে পারে

ও এৰ জায়গা চিনতে পারে। তাই প্রত্যেক ভাষাৰ পাঠক-পাঠিকাৰ বিৰামচিহ্ন সম্পৰ্কে ধারণা থাকা অতীব জৰুৰী।

### علامات الترقيم الرئيسية في الكتابة العربية، وهي:

Punctuation Mark	বাংলা চিহ্ন	আরবি চিহ্ন	N
Full stop (.)	এক বিন্দু (.)	النُقْطَةُ (.)	1
Comma (,)	কমা (,)	الفَاصِلَةُ (,)	2
Semicolon (;)	সেমিকোলন (;)	الفَاصِلَةُ الْمَنْقُوطَةُ (;)	3
Colon (:)	কোলন (:)	النُقْطَتَانِ (:)	4
Colon Dash (:-)	কোলন ড্যাশ (:-)	النُقْطَتَانِ مَعَ الشَّرْطَةِ (:-)	5
Hyphen (-)	হাইফেন (-)	الشَّرْطَةُ (-)	6
Dash (--)	ড্যাশ (-)	الشَّرْطَتَانِ (—)	7
Question Mark (?)	প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)	عَلَامَةُ الْإِسْتِفْهَامِ (?)	8
Exclamation Mark (!)	বিস্ময় চিহ্ন (!)	عَلَامَةُ التَّعَجُّبِ (!)	9
Ellipsis Marks (...)	ত্রিবিন্দু (...)	عَلَامَةُ الْحَذْفِ (...)	10
Quotation (' ')	জোড় উদ্ধৃতি চিহ্ন (" ")	عَلَامَةُ التَّنْصِيصِ (« »)	11
Round Brackets ()	প্রথম বন্ধনী ()	الْمَوْسَانِ ( ( ) )	12
Square Brackets []	তৃতীয় বন্ধনী {} []	الْمَوْسَانِ الْمُسْتَقْبِلَانِ ( [ ] { } )	13
Triangular Brackets < >	ত্রিভুজাকার বন্ধনী < >	الْأَفْوَاسُ الْمُثَلَّثَةُ < >	14

Punctuation Mark	বাংলা চিহ্ন	আরবি চিহ্ন	N
Slash (স্ল্যাশ) (/)	বিকল্প চিহ্ন	الإشارة المائلة (/)	15
Asterisk (*)	তারা চিহ্ন (*)	العلامة النجمية (*)	16
Apostrophe ( ' )	উর্ধ্ব কমা ( ' )	الفاصلة العليا	17
At the rate of. @	এট দ্যারেট অফ	إشارة البريد الإلكتروني @	18

## النقطة (.)

١. تُوضَعُ فِي نِهَائِهِ الْفُجْرَةَ.

٢. تُوضَعُ فِي الْجُمْلَةِ تَائِمَةً الْمَعْنَى، مِثْلُ :

• أَنَا أُحِيطُ بِكَ عِلْمًا.

• الْكِتَابُ خَيْرٌ جَلِيسٍ، وَأَخْلَصَ صَدِيقٍ.

٣. قَدْ تُسْتَحْدَمُ بَعْدَ الْمُخْتَصِرَاتِ، مِثْلُ :

• مِثْلًا : ص.ب. [صندوق بريد]، إلخ. [إلى الآخر]، د. [دكتور]

- ⊗ আরবি ও ইংরেজির পূর্ণ বাক্যের শেষে ডট (.) বসে। আর বাংলা পূর্ণ বাক্যের শেষে দাঁড়ি (।) বসে।
- ⊗ মনে রাখবে, ডট (.) এর আগে স্পেস থাকে না তবে পরে স্পেস থাকে।
- ⊗ শব্দ সংক্ষেপ করতে ডট (এক বিন্দু) ব্যবহার হয়। আর বাক্য সংক্ষেপ করতে ত্রি-ডট (ত্রিবিন্দু) ব্যবহার হয়। যেমন : মো. (মোহাম্মাদ), ডা. (ডাক্তার)

## আরবি নাম লিখার পদ্ধতি

ইদানীং দেখা যাচ্ছে মুসলিম দাবিদার অনেক পিতা-মাতা নিজেদের বাচ্চাদের নামকরণে ইসলামী কোনো নিয়ম-নীতি ফলো করছেন না। যার যেভাবে মন চাচ্ছে সেভাবে নাম রেখেই যাচ্ছেন। অথচ আল্লাহর রাসূল সা. সুন্দর অর্থবহ নাম রাখতে উম্মতকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং খারাপ অর্থবহ কোনো নাম রাখা হলে, সেনাম পারিবর্তন করে সুন্দর অর্থবহ নাম রাখতেন। যেমন: আলী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে

যে, যখন হাসান রাযি. জন্ম গ্রহণ করেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সা. জিজ্ঞেস করলেন: আমার নাতিকে দেখাও। তার কী নাম রেখেছো? আলী রাযি. বললেন: তার নাম حرب (যুদ্ধ) তখন আল্লাহর রাসূল সা. বললেন: তার নাম حسن (সুন্দর)।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: "أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟" قُلْتُ: حَرْبٌ، قَالَ: "بَلْ هُوَ حَسَنٌ".

অন্য এক হাদিসে আছে, রাসূলে পাক সা. বলেছেন-

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.

অর্থ : তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন তোমাদের নাম ও তোমাদের বাবাদের নামে ডাকা হবে। সুতরাং তোমাদের নামগুলো সুন্দর করো। তাই সুন্দর নাম রাখা পিতা-মাতার কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

বর্তমানে দেখা যায়, দুই-তিন ব্যক্তির নাম একত্রে করে কারো নাম রাখা হয়। আর এরকম নাম রাখাকে স্টাইল মনে করা হয় অথবা বরকতের উদ্দেশ্যে নিজের নামের সাথে বড়দের নাম যুক্ত করা হয়। যেমন:

- يحيى محمود
- علي حسن أسامة
- عبد الودود مهدي
- ناصر عبد الله

উপরোক্ত নামগুলোতে يحيى একজনের নাম আর محمود অন্য আরেক জনের নাম এই দুই নামকে একত্রে, স্টাইল করে অথবা বড় কোনো শাইখের নামের সাথে মিল রেখে কেউ নিজের ছেলের নাম রাখেন।

আরেকটি কথা মনে রেখো, অর্থের ভিত্তিতে নাম, প্রত্যেকের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলো। যেমন হাদিস দ্বারা এদিকে ইশারা পাওয়া যায়।



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِقَبِيلَةِ غِفَارَ وَقَبِيلَةِ أُسْلَمَ، وَهُمَا مِنَ الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ، فَقَالَ فِي غِفَارَ: «غَفَرَ اللَّهُ لَهَا»، وَقَالَ فِي أُسْلَمَ: «سَأَلَمَهَا اللَّهُ». وَقَالَ فِي قَبِيلَةِ عُصَيَّةَ: «إِثْمَ عَصَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ»؛ لِأَنَّهُمْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

এবার এসো, মূল আলোচনায় প্রবেশ করি। এখন নাম কীভাবে লিখতে হয়, তা নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। নামের বিভিন্ন অংশ থাকে। চলো প্রথমে নামের অংশগুলো জেনে নিই।

### أَجْزَاءُ الْأَسْمَاءِ

জন্মের পর প্রথম যে নাম রাখা হয়। যেমন: বকর, খালেদ, যায়েদ	১ - الإِسْمُ
বংশ পরম্পরার বর্ণনা করাকে নসব বলা হয়।	২ - النَّسَبُ
লকব অর্থ ডাকনাম, পদবি, উপাধি	৩ - اللَّقَبُ
কুনিয়াৎ মানে উপনাম। কাউকে তার সন্তানের নামের দিকে সম্পৃক্ত করে যে নামে ডাকা হয়। সেটি কুনিয়াৎ।	৪ - الْكُنْيَةُ
জন্মস্থান বা কোনো জায়গার প্রতি সম্পৃক্ত করাকে নিসবত বলে।	৫ - النِّسْبَةُ

**ইসম:** ইসম হলো প্রদত্ত নাম। অর্থাৎ জন্মের পর প্রথম যে নাম রাখা হয়। যেমন: আহমদ বা ফাতিমা। বেশিরভাগ আরবি নামের অর্থ সাধারণত বিশেষণ ও বিশেষ্য হিসাবে হয়ে থাকে এবং প্রায়শই চরিত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়। উদাহরণ স্বরূপ মুহাম্মদ মানে 'প্রশংসনীয়' এবং আলী মানে 'উন্নত' বা 'উচ্চ'।

**নসব:** নসব হলো বংশ পরম্পরার বর্ণনা। ছেলে-সন্তানের নামের পর ও বাবা-মায়ের নামের পূর্বে ছেলে হলে ইবনুন (ابن) এবং কন্যা হলে বিন্তু (بنت) শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা যেমন: মুহাম্মাদ ইবনে খালদুন (محمد ابن خلدون) অর্থ "খালদুনের ছেলে মুহাম্মাদ"। এখানে খালদুন তার পিতার ব্যক্তিগত নাম। আয়শা বিনতে মুহাম্মাদ (عائشة)

(بنت مُحَمَّدٌ ﷺ) অর্থ: মুহাম্মদের মেয়ে আয়েশা রাযি। মনে রেখো, ابن، ابنة কখনো একটি দূর্বতী পূর্বপুরুষের নামের দিকে ইযাফাত হতে পারে।

**লাকাব:** লাকাব এর অর্থ ডাকনাম, পদবি, উপাধি। লাকাব সাধারণত ব্যক্তির বর্ণনামূলক নাম হয়। মানুষের গুণবাচক বা দোষবাচক কোনো নাম যখন প্রসিদ্ধ লাভ করে। যেমন:

هَارُونُ الرَّشِيدُ: হারুন হলো তার প্রথম বা আসল নাম এবং আল রশিদ হলো তাঁর লাকাব। প্রাচীন আরব সমাজে লাকাবের ব্যবহার ছিলো, কিন্তু বর্তমানে জন্মগত উপাধি বা পারিবারিক নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

**নিসবাত:** আরবি নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নিসবাত। নিসবাহ অর্থ কাউকে তার জন্মস্থান বা অন্য কোনো জায়গার প্রতি সম্পৃক্ত করা। এতে ব্যক্তিটি কোন্ জায়গার বাসিন্দা তা সহজে জানা যায়। মনে রাখবে নিসবতটি সর্বদা আলিফ-লাম যুক্ত হয়। যেমন:

- حسن البصريُّ : হাসান তাঁর জন্ম নাম। তিনি বসরার বাসিন্দা ছিলেন বিধায় সেদিকে সম্পৃক্ত করে তাকে বসরি/আল বসরি বলা হয়।
- محمد بن إسماعيل البخاري : মুহাম্মাদ নাম। إسماعيل ابن نسب البخاري নিসবত, কারণ তিনি বুখারা নামক জায়গায় থাকতেন।

কিছু উদাহরণ:

- أمير المؤمنين الإمام أبو العباس عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي
- بن عبد الله المنصور العباسي الهاشمي القرشي
- أبو الطيب أحمد المتيني
- مسلمة بن حبيب الحنفي ثم يلقب بـ مسلمة الكذاب

বি. দ্র. عظيم الدين مومناهي এভাবে নিসবতটি আলিফ লাম ব্যতীত লিখা ভুল। যেহেতু عظيم الدين নামটি علم হওয়ার কারণে معرفة সেহেতু তার পরের নিসবতটিও আলিফ

লাম যুক্ত معرفة হবে। عظيم الدين المومناهي এভাবে লেখা হবে। অথবা জায়গার নামের শেষে النسبة ياء ছাড়া শুধু নামটা ছবছ লেখা যায়। যেমন:

عبد الله مومناهي، عبد الرحمن نواخلي، رحمة الله بريشال.

মনে রাখো, জায়গার নাম যখন النسبة ياء যুক্ত হয় তখন সেই নামটি সিফাতে পরিণত হয়ে নكرة এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তাই তাতে لام-ألف যুক্ত করে معرفة বানাতে হয়।

الأمثال	العلم مَعَ النِسْبَةِ	العَلَمُ
بنغلاديشى বাংলাদেশী জনগণ	بنغلاديشى বাংলাদেশী	بنغلاديش বাংলাদেশ
دِينٌ مُحَمَّدِيٌّ মুহাম্মাদী ধর্ম	مُحَمَّدِيٌّ মুহাম্মাদী	مُحَمَّدٌ মুহাম্মাদ
عَالِمٌ بَاكِسْتَانِيٌّ পাকিস্তানী আলোম	بَاكِسْتَانِيٌّ পাকিস্তানী	بَاكِسْتَان পাকিস্তান

কুনিয়াৎ : অর্থ উপনাম ।

أَبٌ، أُمٌّ، ابْنٌ، بِنْتُ، أَخٌ، أُخْتُ، عَمٌّ، عَمَّةٌ، خَالَ، خَالَةٌ  
উপরোল্লিখিত শব্দগুলো দ্বারা যে নাম শুরু হয় তাকে কুনিয়াত বলে।

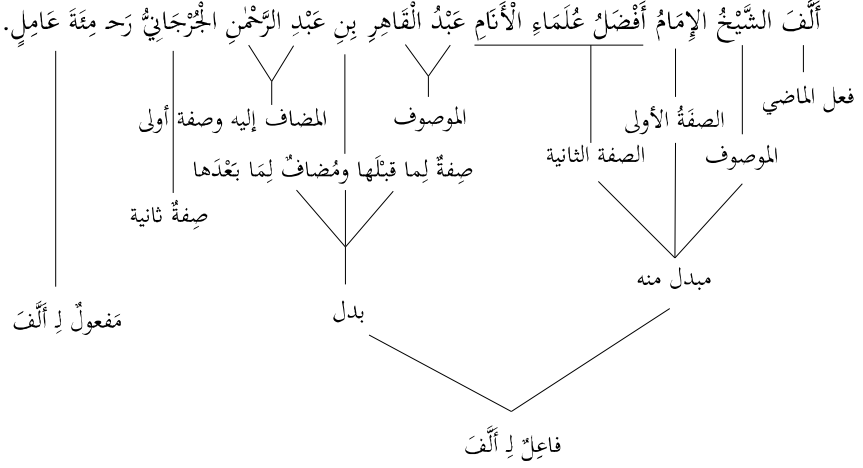
أَبُو بَكْرٍ: বকরের বাবা

بَكْرٌ হলো ছেলের নাম। أَبٌ শব্দকে ছেলের নামের দিকে إضافة করে বাবাকে ডাকা হয়।  
أَبُو هُرَيْرَةَ، أَبُو الْمَالِ، أَبُو عَمَّارٍ، أُمُّ سَلَمَةَ، أَبُو مَرْزُوقٍ، أَبُو الْهَوَاءِ، أَبُو غَالِبٍ.

أَلْفَ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَفْضَلَ عُلَمَاءِ الْأَنَامِ عَبْدِ الْقَاهِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْرَجَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَامِلٍ.

এই একটি বাক্যের তারকীব বুঝলে বড়-বড় নাম বিশিষ্ট সকল নামের তারকীব নিজেরা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

### তারকীব



### تَرْتِيبُ أَجْزَاءِ الْأَسْمَاءِ

- ☞ মনে রেখো, লেখা কখনো নামের পূর্বে বসে না। নামের পূর্বে যা বসে তা হলো নামের গুণাগুণ যা তারকীবে *عطف بيان* / *مبدل منه* হয়।
- ☞ যখন اسم (নাম) ও لقب (উপাধি) একসাথে আসে তখন নাম প্রথমে থাকা ওয়াজিব। যেমন:

عَمْرُ الْفَارُوقِ، هَارُونَ الرَّشِيدُ، أَحْمَدُ الْمُتَنَبِّيِّ.

- ☞ যদি নাম থেকে উপাধি বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে যায় তখন উপাধি প্রথমে বসতে পারে। যেমন:

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ [النساء: ١٧١]

- ⊗ আর যদি اسم (নাম) ও كنية (উপনাম) একত্র হয় অথবা كنية (উপনাম) ও لقب (উপাধি) একত্র হয় তাহলে যেকোনো একটিকে প্রথমে বসানো যেতে পারে।  
যেমন:

جَاءَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ. / جَاءَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. جَاءَ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ. / جَاءَ عُمَرُ أَبُو حَفْصٍ.

### নিচের নামগুলো থেকে أجزاء الاسم বের করো

السيد الإمام أحمد بن عرفان البريلوي  
 بدر الملة المنير شيخ الإسلام قطب الدين محمد بن أحمد المدني  
 السيد علم الله النقشبندي  
 إسحاق بن عرفان البريلوي  
 صاحب المخزن السيد محمد علي بن عبد السبحان البريلوي  
 الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي  
 الشيخ عبد الحي بن هبة الله البرهانوي  
 الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي  
 الشيخ جعفر علي البستوي  
 الشيخ محمد علي بن عبد السبحان الطوكي  
 الشيخ محمد جعفر التهانيسري  
 الشيخ محمد علي الصدربوري

## আরবিতে প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, রেস্টুরেন্ট ও দোকান পাটের নাম লিখার নিয়ম-কানুন

কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে তিনটি অংশ থাকতে পারে। প্রথমত, যেকোনো একটি নাম। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানের ধরণ। তৃতীয়ত, প্রতিষ্ঠানের স্পেশালিটি (Specialty)। যেমন: ‘আইশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা’ এই নামটিতে ‘আইশা সিদ্দিকা’ হলো নাম। ‘মহিলা’ হলো প্রতিষ্ঠানের স্পেশালিটি (বিশেষত্ব) আর ‘মাদরাসা’ হলো প্রতিষ্ঠানের ধরণ। আবার কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে শুধু দু’টি অংশ থাকে যেমন: ‘দুরুল জান্নাত মাদরাসা’। এই নামটিতে দু’টি অংশ আছে ‘দারুল জান্নাত’ হলো প্রতিষ্ঠানের নাম আর ‘মাদরাসা’ হলো প্রতিষ্ঠানের ধরণ। তবে এই নামটিতে বিশেষত্ব নেই।

প্রতিষ্ঠানের নাম আরবি করতে, নিম্নের তিনটি গঠনপ্রণালী অনুসরণ করা হয়। তবে প্রথম দু’টি গঠনপ্রণালী আহলে আরবগণ বেশি ব্যবহার করেন। আর তৃতীয় গঠনপ্রণালীটি উপমহাদেশে বেশি ব্যবহার হয়।

**গঠনপ্রণালী-১** : প্রতিষ্ঠানের ধরণ + নাম + স্পেশালিটি + জায়াগার নাম  
(যদি তিন অংশ থাকে, তাহলে এই গঠনপ্রণালীটি প্রয়োগ হয়)

**ব্যবহারের নিয়ম:** প্রথমে প্রতিষ্ঠানের ধরণটি নামের দিকে إضافة হয়, অতঃপর স্পেশালিটি সফত হিসাবে অথবা حرف الجرّ যুক্ত হয়ে, সবশেষে উল্লেখ হয়। যেমন:

مَدْرَسَةُ عَائِشَةَ الصَّدِيقَةِ لِلْبَنَاتِ.

উম্মে দুরমান ইসলামী ইউনিভার্সিটি	جَامِعَةُ أُمِّ دُرْمَانَ الْإِسْلَامِيَّةِ
দারুল আরকাম হাফিজিয়া মাদরাসা	مَدْرَسَةُ دَارِ الْأَرْقَمِ لِتَحْفِيزِ الْقُرْآنِ

الأخطاء اللغوية

الأخطاء والتصحیح	التعلیل / السبب
الخطأ: توفى عبد الله التصويب: تُوِّفَ عبد الله، أو تَوَفَّى الله عبد الله.	توفى عبد الله: আব্দুল্লাহ প্রাণ নিয়েছে। تُوِّفَ عبد الله: আব্দুল্লাহ মারা গিয়েছে। تَوَفَّى الله عبد الله: আল্লাহ আব্দুল্লাহের প্রাণ নিয়েছে।
جاء زيدٌ ثمَّ جاء عليٌّ جاء محمدٌ ثمَّ عليٌّ	لا داعي لتكرارِ نفسِ الفعلِ بلْ يُعْطَفُ عَلَى الْفِعْلِ الْأَوَّلِ.
حَجَّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ.	"حَجَّ" فِعْلٌ لَا يَتَعَدَّى بِ "إِلَى" بَلْ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ.
أَسَدَى لَهُ الشُّكْرُ. أَسَدَى لَهُ الْمَعْرُوفُ	أَسَدَى لَهُ الْمَعْرُوفُ : সে তার উপকার করল। لِأَنَّ الْإِسْدَاءَ مُلَازِمٌ لِلْمَعْرُوفِ.
أَقَمْتُ عِنْدَهُ بُرْهَةً أَقَمْتُ عِنْدَهُ هُنَيْهَةً	البرهه: لِمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ الهنْيَهَةُ: لِمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ
المعلومات الغير الكافية. التَّصْوِيبُ: المعلومات غير الكافية.	لَفْظَةُ "عَزْرٌ" نَكْرَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَلَا تَقْبَلُ التَّعْرِيفَ فِي أَصُولِ النَّحْوِ الْعَرَبِيِّ. وَهِيَ لَا تُعْرَفُ وَإِنَّمَا يَلْحَقُ التَّعْرِيفُ الْمُضَافَ إِلَيْهِ.
حَرَمَهُ مِنْ حَقِّهِ. حَرَمَهُ حَقَّهُ.	لِأَنَّ الْفِعْلَ "حَرَمَ" يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ.
حَوَالِي أَلْفِ كِتَابٍ نَحْوَ أَلْفِ كِتَابٍ	لِأَنَّ حَوَالِي تَعْنِي الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ الْإِتِّسَاعِ، وَ"نَحْوُ" مَعَانِيهَا الْمِثْلُ وَالْقَصْدُ وَالْفُضْدُ. परिमाण, प्रायः
شَهْرُ رَيْبِعِ الثَّانِي. شَهْرُ رَيْبِعِ الْآخِرِ	الصَّحِيحُ رَيْبِعِ الْآخِرِ كَمَا يُقَالُ رَيْبِعُ الْأَوَّلِ وَرَيْبِعِ الْآخِرِ، وَجَمَادَى الْأُولَى، جَمَادَى الْآخِرَةِ.
لَا يَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.	كما في القرآن الكريم: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ [يس: ٦٩]

الأخطاء والتصحيح	التعليل / السبب
خَافَ يَخْفَى عَن [ف] خَافَ يَخْفَى عَلَى	الفعل "خفي" لا يتعدى بنفسه، بل يتعدى بـ على. كما في القرآن الكريم: إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ
الخطأ الشائع: أَدَاهُ حَقَّهُ التصويب: أَدَى إِلَيْهِ حَقَّهُ	لِأَنَّ الْفِعْلَ "أَدَى" يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ.
تَفَعَّ جُنُوبِي الرِّيَاضِ تَفَعَّ جُنُوبَ الرِّيَاضِ.	جنوبُ الرِّياضِ دক্ষিণ দক্ষিণ جنوبُ الرِّياضِ. جنوبي الرِّياضِ
فُلَانٌ يَحْتَضِرُ فُلَانٌ يُحْتَضِرُ	بضم الياء، لا يستعمل الفعل "أحتضر" إلا بصيغة المجهول.
× حَازَ فُلَانٌ عَلَى الْأَمْوَالِ. √ حَازَ فُلَانٌ الْأَمْوَالِ.	يَتَعَدَّى الْفِعْلُ "حَازَ" بِنَفْسِهِ. অনুক ব্যক্তি মাল সংগ্রহ করেছে।
أَحَالَهُ إِلَى رَمَادٍ. أَحَالَهُ رَمَادًا.	يَتَعَدَّى الْفِعْلُ "أَحَالَ" بِنَفْسِهِ إِلَى مَفْعُولَيْنِ. সে তাকে ছাইয়ে পাৰিবৰ্তন করেছে।
إِنْحَطَّ إِلَى أَسْفَلِ الدَّرَجَاتِ. إِنْحَطَّ إِلَى أَسْفَلِ الدَّرَكَاتِ.	الدَّرَكَةُ هِيَ الْمَنْزِلَةُ السُّفْلَى، وَالدَّرَجَةُ هِيَ الْمَنْزِلَةُ الْعُلْيَا وَالْهَمَزَةُ فِي "انحط" هَمْزَةٌ وَضَلَّ. তিনি সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গেলেন।
لَا يَجِبُ أَنْ تُهْمِلَ. يَجِبُ أَنْ لَا تُهْمِلَ.	অবহেলা করা উচিত না।
الخطأ: هَذَا أَمْرٌ مُلْفِتٌ. التصحيح: هَذَا أَمْرٌ لَافِتٌ.	فِي الْقَامُوسِ: لَفْتَةٌ يَلْفِتُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ. وَمِنْ الْأَخْطَاءِ، اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ وَاسْمِ فَاعِلِهِ بِصِيغَةِ الرُّبَاعِيِّ. فَيُقَالُ: نُؤَلِّفُ إِلَى كَذَا، وَهَذَا شَيْءٌ مُلْفِتٌ، بَلْ يُقَالُ: لَفَتَ نَظْرَهُ
تَخَرَّجَ الطَّالِبُ مِنَ الْجَامِعَةِ. تَخَرَّجَ الطَّالِبُ فِي الْجَامِعَةِ.	لَيْسَ الْمَقْصُودُ الْخُرُوجُ، وَإِنَّمَا التَّدْرِجُ فِي خُرُوجِهِ مِنْهَا مُتَعَلِّمًا، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا.



## المراجع:

١. الكافي في قواعد الإملاء والكتابة
٢. قواعد في الإملاء
٣. أسهل الإملاء

## উস্তায় আজিম উদ্দিনের প্রকাশিত বইসমূহ

١. الصرّف الميسر
  ٢. حديقّة التّحو
  ٣. الإملاء الميسر
4. A to Z Spoken English
  5. The Door of Spoken English
  6. Stories of The Prophets (SAM) Translate of قصص النبيين

